সখির বিয়ে

বই: সখির বিয়ে
মুহাম্মদ বরকত আলী
ধরণ: নাটিকা (বাল্যবিবাহ বিরোধী নাটিকা) প্রচ্ছদ: আলেয়া বেগম আলো
প্রকাশন: পাতা প্রকাশনী
স্টল: ৫৬২

এবং মানুষ

অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০
পাওয়া যাবে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ২৯ নং স্টলে
এবং অনুপ্রাণন প্রকাশন এর ২৩১-২৩২ নং স্টলে (বাংলা একাডেমী)। “এবং মানুষ” প্রকাশনীর ৯১ নং স্টলে।
এছাড়া আশালতা ও চন্দ্রবিন্দু প্রকাশনীর স্টলে যৌথগল্পগ্রন্থ এবং ১০০ কবির কবিতা পাওয়া যাবে।

এক সুতোয় গাঁথা

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় ২০ এ
পাওয়া যাবে কাব্যগ্রন্থ “এক সুতোয় গাঁথা”
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (লিটলম্যাগ চত্বর)
“এবং মানুষ” প্রকাশনীতে স্টল নং ৯১

নিঝুম বাইপাসে – তামিম হাসান

মেঘে মেঘে ঢেকেছে শহর
রয়েছে মনে ক্লান্ত রাতের
অসমাপ্ত প্রহর
কলেজ ঘাসে।

নিঝুম বাইপাসে
সন্ধ্যে মালতী
ফুল হাসে
আজকে বাতাসে।

প্রেমিকা তোমার পাশে
অপরূপ সুন্দর সাজেঁ
এসেছি হৃদয়ের কাছে
এক অজানা শহর মাঝে।

অনুরাগিণী – রামপ্রসাদ সূত্রধর

অনুরাগে কতদিন থাকিবে কত দূর,
নন্দনকানন থেকে আনিয়াছি ফুল।
হৃদয় অঙ্গনে বাঁজে অগ্নিবীণার সুর,
যত সংশয় সংকোচ অভিমান ভুল।

ঋতুরাজ বসন্তে কোকিলের কুহুতানে
তোমার সকল বিরহ সংঙ্কট কাটিয়ে, ফুটাব প্রেমের পুষ্প খরাতাপ স্পন্দনে প্রাণবন্ত হব নিশীথে মহামিলন ঘটিয়ে।

মন মহুয়ার টানে – হাসিনা হারভীয়া

তুমি রয়েছো হৃদয় জুড়ে
নদীর মত অববাহিকায়,
কখনো হাসাতে পারো, কখনো কাঁদাতে।

গোধূলি লালচে ধূসর আভাস
দূর দিগন্তের বুক চিরে উড়ে
চোখের আড়াল হলেই কি
মনের আড়াল হওয়া যায়!

আসলে কি জানো শিকড়টা
গভীর থেকে আরো গভীরে পৌছে গেছে মনের অজান্তে নীল পাহাড় রাতের আলোয়
নীরবতা ছেয়ে দেয়..।

দমকা বাতাস অতীত ফেরায়
চোখে জল আসে
মন বলে যদি তুমি থাকো পাশে
উড়বো ঐ নীল আকাশে।

নষ্ট জীবন – এরশাদ

নষ্ট জীবন নিয়ে আমর দুঃখ শত শত
এই কারণে মন ভেঙ্গে হয় যে ক্ষত ক্ষত। বদল করা যেত যদি আমার নষ্ট জীবন সুখের জীবন হত আমার, হত সুখের মরণ।

মাতাল হয়ে যদি আমি দুঃখ ভুলিতাম
মনে মনে দুঃখ গুলো ভুলেই যেতাম।

নদীর ধারে গিয়ে যদি বান্ধি নতুন ঘর
সব কিচ্ছু ভেঙ্গে দিবে কাল বৈশাখী ঝড়।

আধার দিয়ে যদি আলো পাওয়া যেত
ভালো জীবন হত আমার, সুখের জীবন হত।
পাপের জীবন দুর করিব নামাজ রোজা দিয়ে
বিধি আমায় মাফ করিও আমার জীবন নিয়ে।

শিশুদের ভালোবাসা – জুলফিকার আলী

শিশুদের মন ফুলের মত
সবাই সেটা জানে,
ভ্যালেন্সটাইনেও পথশিশুদের
কেউনা কাছে টানে।

খাওয়া-নাওয়া নেই তো ওদের ছেঁড়া পোশাক পরে,
এই দিবসে কেউ যে ওদের নেয়না আপন করে।

পায়না খাবার, পায়না পোশাক নেই শিক্ষার আলো,
তাইতো ওদের জীবন যেন রাতের নিষ্কষ কালো।

ওদের ভাবে নর্দমার কীট সবার অবহেলা,
কত ঠেলা গুতো খেয়ে
পার করে রোজবেলা।

আসুন সবাই এই দিবসে
সবাই শপথ নেই,

ফুলের মত সব শিশুকে
ভালোবাসা দেই।

হঠাৎ বৃষ্টি – মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ইমন

নিস্তব্ধ আকাশ, চাঁদ-তারা বিহীন
কালোয় ঘেরা শহর, আধাঁরে বিস্তৃত চারিদিক।
নেই ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁ- ঝিঁ ডাক,
নেই জোনাকের টিপ-টিপ আলোর ঝাঁক।

কলা পাতায় বাদুড় গুলো চুপচাপ
করছেনা লাফালাফি, ডাকছেনা ব্যাঙ।
হঠাৎ দু এক ফোঁটা বৃষ্টি,
খুব অবাক হয়ে চেয়ে আছি আকাশে
মুহুর্তেই মুষলধারে বৃষ্টির ছড়াছড়ি
সঙ্গে ছোট-বড় শিলের গড়াগড়ি।

ফেব্রুয়ারীর ফুল কোকিল – শরিফুল ইসলাম

ফেব্রুয়ারীর গাছের ডালে, দেখো ফুটছে কত নানা ফুল,
ফেব্রুয়ারীর কোকিল ডাকে, দেখো কুহুতানে কুহু রোল।
ফেব্রুয়ারীর শরীর জুরে, দেখ না চেয়ে গুলির দাগ,
ফেব্রুয়ারীর কণ্ঠে কেমন, শোন না কানে ভাষার রাগ!

ফেব্রুয়ারীর গাছের ডানে, দেখো ঐটা কোনো ফুল নয়! ফেব্রুয়ারীর কোকিল ডাক, দেখো ঐটা কোনো পাখি নয়!

ফেব্রুয়ারীর রফিক শফি, কেউ হয়েছে গাছের ফুল-ফেব্রুয়ারীর ভাষা শহিদ, জব্বার সালাম দিলো রোল। ফেব্রুয়ারীর শহিদ যারা, তারাই হলো ভাষার প্রাণ, তারাই হলো বসন্তী ফুল, কোকিল হলো তাদের জান।